003

তারিখ 01 DEC 1986

পৃষ্ঠা ... ১ কলাম

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক
ইত্তেফাক

সোমবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

নিরক্ষরতার অভিশাপ

দেশে প্রাথমিক পর্যায়েই অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এক সেমিনারে এই তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই তথ্য নূতন নয়। ইতিপূর্বেও নানা সময়ে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ড্রপ আউটদের সংখ্যাবৃদ্ধির এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তথ্যের পাশাপাশি আরো জানা গিয়াছে, দেশে বর্তমানে স্কুল-বয়েসী ছেলেমেয়েদের জন্য আনুমানিক যে ৪৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এজন্য আরো ২৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন। দেশের, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত এই তথ্যগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার এক করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ নয়। ইহার পাশাপাশি বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির মহাসচিবের প্রদত্ত দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যটিও উদ্বেগজনক। এই তথ্যে জানা যায়, দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বৃদ্ধির সংখ্যা বছরে ৭০ হইতে ৮০ লাখ।

সকলেই জানেন, দেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি লইয়া বিভিন্ন সময়ে চিন্তা-ভাবনা কম হয় নাই। সবাই শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়-তার কথা যেমন সর্বদাই স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন শিক্ষার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ড্রপ আউটের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সামগ্রিকভাবে দেশে নিরক্ষর লোকদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আশাব্যঞ্জক কিছু ঘটে নাই। শিক্ষার প্রসার ও সার্বজনীন শিক্ষার ব্যাপারে বহু কর্মসূচী ও পরিকল্পনাও ইতি-পূর্বে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেসব বাস্তবে কতটা কার্যকর হইয়াছে, সেই প্রশ্নের আজ জওয়াব খুঁজিতে হইবে। দেশে এখনো যেখানে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সেখানে বছরে কম করিয়াই আরো পৌনে ১ কোটির মতো মানুষ নিরক্ষরদের তালিকায় যুক্ত হওয়ার মতো ঘটনাকে ভয়াবহ বলিলেও বোধকরি কম বলা হয়।

শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেবল শ্লোগান বা বক্তৃতার বিষয়ে পরিণত হইলে প্রকৃত অর্থে আশান্বিত হওয়ার মতো যে কিছু ঘটিবে না ইহা তো জানা কথা। দেশে শতকরা ২২ জন শিক্ষিতের হারকে আমরা অনেকেই অনেক সময় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি বলিয়া ভুল করি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই হার বাড়া যে আদৌ কোনো অগ্রগতি নয় তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীলঙ্কা ও বার্মার মতো দেশেও বর্তমানে শিক্ষিতের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ কিছুকাল আগেই এসব দেশে শিক্ষিতের হার ছিলো খুবই কম। নিরক্ষরতা যেকোনো সমাজের জন্যই অভিশাপ। দেশ হইতে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের এই সংকট মোচন করিয়া সকলের জন্য সার্বজনীন শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ আসলে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক সচেতনতাবোধের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। ব্যাপক দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের দরুনই বহু সঙ্গতিহীন অভিভাবককেই তাঁহাদের স্কুল-বয়েসী ছেলেমেয়েদের দুই পয়সা রোজগারের জন্য সংসারের কাজে লাগাইতে বাধ্য হন। ইহার পাশাপাশি আছে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি ও সামগ্রিক জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধির সমস্যা। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দেশে শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে সঠিকভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপ ও অজ্ঞানতার অন্ধকারই আরো বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা বয়স্ক শিক্ষার সাময়িক হুজুগ কিংবা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া তাহাই গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের 'মহান লক্ষ্যে পৌঁছার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।